আলো ও আঁধার প্রকৃতির নারী ও পুরুষ

–সুস্মিতা আচার্য্য

বৈপরীত্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই পরিপূরক বিপরীত বিন্দু থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি যে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তা ভাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। একে অন্যের সাথে অঙ্গীভূত একটিকে অনুভব না করলে অন্যটির আস্বাদ পাওয়া যায় না।

"আলো ও আঁধার ঠিক তেমনি"

আলো কর্মচঞ্চল আর আঁধার স্নিগ্ধতা, বিশ্রাম। তবে দিনের চঞ্চলতা অনুভব না করলে রাতের মুগ্ধতা, স্নিগ্ধতা, শীতলতা অনুভব করা যায় না। আমাদের মন এমনই যেখানে কোনো কিছুর আধিক্য বেশীদিন সহ্য করা যায় না।

এমনই প্রকৃতির দুই বিপরীত সৃষ্টি নারী ও পুরুষ। আমাদের পুরাণ ও সংহিতায় এদের সৃষ্টি রহস্য আত্মার অভিন্নতা সুন্দর ভাবে বর্ণিত। নারী হল শস্য শ্যামলা প্রাণপূর্ণা, নব সৃজনের প্রতীক আর সেই আদিশক্তির রূপ যে স্বমহিমায় সংসারকে সুন্দর করে পেলে। তেমনি পুরুষ হল সদা গতিময় কর্মচঞ্চল প্রকৃতির।

নারী যেমন দশভূজা রূপে অবতীর্ণা হয়ে ঘর আগলে রাখে পুরুষ ও তেমনি সেই সংসারের চাকাকে দায়িত্ব, কর্তব্য রূপী অবদান দিয়ে রক্ষা করে। একে অন্যের সত্যি পরিপূরকই বটে।

তবে কেন হবে এই বৈষম্য। কেন পাবে না তারা সমান অধিকার। আমি যেমন একচ্ছত্র পুরুষ আধিপত্যের বিরোধীতা করি ঠিক তেমনি নকল নারীবাদীদেরকেও সমর্থন করতে নারাজ।

চলো না সবাই মিলে এমন এক সমাজ গড়ি যেখানে কোনো নারীকে তার গায়ের রঙ নয় তার যোগ্যতা দিয়ে বিচার করি আর কোনো পুরুষকে তার সরকারী চাকরী আর গাড়ী দিয়ে নয় বরং তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা দিয়ে বিচার করতে পারি।

* * * *